

তুমি অধম বলিয়া - - -

জামিলুল বাসার সাহেবের "সায়েন্স ইন হলি বুক" লেখাটি পড়লাম। প্রথমে নামের কারণে আকৃষ্ট হয়েই লেখাটি পড়ার আগ্রহ বোধ করি। ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞানের সূত্র খুঁজে পাওয়ার কথাটি বেশ শুনতে পাই এবং বেশ আগ্রহ সহকারেই এধরনের লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করি। বিজ্ঞান বইয়ে ধর্ম না পাওয়া গেলেও ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান পাওয়া যায় বেশ জোরে শোরেই। তাই আমাদের ধর্মগ্রন্থ পড়ে কাফেররা কি কি আবিষ্কার করে ফেললো আর আমরা পিছিয়ে গেলাম সেটা জানার জন্যই এ ধরনের লেখাগুলো মন দিয়ে পড়ার চেষ্টা করি। আর মনে মনে একটা কথা মিলানোর চেষ্টা করি সাধারণতঃ যেকোন গবেষণা পত্র প্রকাশ করার সময়ই গবেষক তার ব্যবহৃত সূত্রগুলো (যেমন তিনি কোন কোন বইয়ের, জার্নালের সাহায্য নিয়েছেন ইত্যাদি) উল্লেখ করেন এবং উল্লেখ করতে তিনি ন্যায়তঃ এবং আইনতঃ বাধ্যও থাকেন। তথ্য গোপন আইনত দণ্ডনীয়। এখন পর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক কেনো কোরানের কথা কোথাও উল্লেখ করলেন না রেফারেনস বই হিসেবে? না হয় বুঝলাম কাফেররা ইসলামকে হয়ে প্রতিপন্ন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন তারা কোরান থেকে জ্ঞান চুরি করবেন কিন্তু সেটা স্বীকার করবেন না। কিন্তু মুসলমান বিজ্ঞানীওতো আজকাল কম নেই এবং তাদের অনেকেই আছেন যারা কোরানের উপর প্রচণ্ড বিশ্বাসও রাখেন কিন্তু তারাও কেনো তাদের কোন পেপারে কোরানের রেফারেনস উল্লেখ করেন না, ব্যাপারটা বোধগম্য নয়। তাছাড়া সুশীল যে সমাজ কাফেরদের এহেন হীন আচরন নিয়ে যারপর নাই উচ্চকিত এবং চিন্তিত তারাই কেনো কাফের বিজ্ঞানীদেরকে আদালত পর্যন্ত টেনে নিয়ে যান না রেফারেনস গায়েব করার অপরাধে? এটা একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কথায় বলে, "স্যাকরার ঠুকঠাক আর কামারের এক ঘা"। এক ঘা দিলে যেখানে দুনিয়া শুদ্ধ সোজা হয়ে যাবে, সেখানে কেনো এই অকারন ঠুকঠাক করে সময় নষ্ট? কোরানের একটা বৈজ্ঞানিক আয়াত এবং তার থেকে পাওয়া গবেষণাসহ বিজ্ঞানীকে আদালতে টেনে নিয়ে যাওয়া, প্রমান করা সামান্য একটু ব্যাপার বইতো নয়। একটা অপরাধ প্রমান করতে পারলে দুনিয়াশুদ্ধ সবগুলো অপরাধী ঠিক হয়ে যাবে এবং কোরানের বৈজ্ঞানিক মূল্যও পৃথিবীজুড়ে সবাই মানতে বাধ্য হবে এবং কোরান বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ হিসেবে কাগজ কলমে মানে আইনী স্বীকৃতি পাবে। হয়ত দেখা যাবে এরপর স্কুলে কোরান পাঠ্যপুস্তক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ধর্ম বই হিসেবে না পড়িয়ে বিজ্ঞান বই হিসেবে পড়ানো হবে। শুধু মুসলমান বিশ্বে না দেখা যাবে কাফেররাও তাই করছেন এবং হয়ত দলে দলে অনেকেই এই আখেরী জমানায় ঈমানও আনবেন। নবীজি যা চৌদ্দশ বছর আগে পারেননি তার উম্মতরা তা করিয়ে দেখিয়ে দিবেন। মুসলমানদের এ ব্যাপারটা আরো গভীরভাবে ভাবা উচিত।

আমি যখন খুব ছোট ক্লাশে পড়ি তখন একদিন আমার গৃহ শিক্ষক আমাকে ধর্ম পড়াচ্ছিলেন, আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনি সবার দেখ-ভাল করছেন, তিনিই দণ্ড-মুন্ডের কর্তা ইত্যাদি। আমি অবাক বিস্ময়ে তার কাছে আল্লাহর সব ক্ষমতা সর্ম্পকে শুনতে শুনতে জিজ্ঞেসই করে ফেললাম তার আগে যদি কিছুই ছিল না, তিনিই সব আনলেন তবে তিনি আসলেন কোথা থেকে? তিনি যদি সৌরমন্ডল বানালেন তাহলে তিনি নিজে কোথায় ছিলেন? আমার গৃহশিক্ষক উত্তর দিতে না পেয়ে তো তো করে বললেন এসব ভাবলে, মনেও আনলে কবীরা গুনাহ হবে তাহলে দোজখে যাওয়া একদম নিশ্চিত। সে বয়সে ধর্ম বই পড়ে মনে নানা প্রশ্ন আসলেও দোজখের ভয়ে আবার নিজের মনেই তওবা করতাম, বেহেশত হারানোর ভয়ের চেয়ে বেশী দোজখের সাপ বিচ্ছুর কামড় খাওয়ার ভয়ে। স্যারকে যদি ট্রানসলেশন দিতাম কিংবা স্কুল থেকে দেওয়া কঠিন কিছু স্যার না পারলে বাসা থেকে করে আনতেন কিংবা বড় ভাই-বোনদের বই চেয়ে নিয়ে শিখিয়ে দিতেন, অংক নিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর জানতেন, বিজ্ঞান নিয়ে জানতেন, সমাজ নিয়ে জানতেন, জানতেন না শুধু একটা বিষয়ের উত্তর সেটা হলো ধর্ম। অবশ্য এসব ঝামেলা এড়াতে ধর্ম বইয়ে লিখা ছিল বিনা প্রশ্নে ইসলামের সাতটি মূল জিনিস মেনে নিতে হবে কোন ধরনের প্রশ্ন কিংবা কৌতুহল বরদাশত করা হবে না এ ব্যাপারে। উত্তর দিতে পারেন না বলেই কি, চোখ বুজে বিশ্বাস করতে হবে বলেই কি এতো রাগ অন্যদের উপর? এতো অশ্লীল ভাষার প্রয়োগ?

বাসার সাহেবের লেখাটির ভুল বানানে নাম লেখার উত্তর পর্বটি বেশ মজাদার, আমরাও আশাকরি রসগোল্লা ছাড়াই অনেকে নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন নামের শুদ্ধ বানান লেখার। কোন পণ্ডিত ব্যক্তি যখন ক্রমাগত সব বিষয় তার মতানুসারে শুদ্ধ লেখে নামের বানানখানি শুধু ভুল লেখে তখন তার সদৃশতা নিয়ে প্রশ্ন জাগা খুবই

স্বাভাবিক। তাছাড়া কোন বিষয়ে ডক্টরেট করা মানেই যে সর্বজ্ঞতা হওয়া নয় সেটা হয়তো প্রত্যেক মুক্তমনাই স্বীকার করবেন। আজকের বাস্তবতায় ডক্টরেটের সংখ্যার তুলনায় মৌলিক আবিষ্কারের সংখ্যা অনেক কম। তার চেয়েও বড় ব্যাপার যারা মৌলিক আবিষ্কার আজকের সভ্যতার জন্য রেখে গেছেন তাদের অনেকেই আবার একাডেমিক ডিগ্রীই ছিল না, ডক্টরেটতো দূরের কথা। সেদিকে বাসার সাহেবের সাথে একমত কেউ যদি একটা ডক্টরেট সার্টিফিকেটের বিনিময়ে ভাবেন অন্যদেরকে মূর্খ বলার অধিকার তিনি পেয়ে গেছেন তাহলে তার মস্তিস্কের সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন জাগাই স্বাভাবিক।

ওয়েবে যারা লেখালেখি করেন তারা মাঝে মাঝেই সমস্ত শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে লিখেন। তাদের বক্তব্য দুর্বল থাকে বলে নাকি অশালীন ভাষায় লেখা জোরালো হয় ভাবেন, জানি না। মাঝে মাঝেই দেখা যায় লেখার মূল বিষয় ছেড়ে আলোচনা অনেক দূর দিয়ে হাটাচাটি করে। মূল বিতর্ক অন্য জায়গায় পড়ে থাকে। এ নিয়ে অনেকেই অনেকবার দৃষ্টিপাত করেছেন, কিছুদিন আগে ফরিদ আহমেদের লেখা "ব্যক্তিগত আক্রমণ ও শালীনতা প্রসঙ্গে" লেখাটির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি। বেশ কয়েকটি ওয়েব জার্নালে এ নিয়ে বেশ লেখালেখিও হয়েছে, কিন্তু ফলাফল বোধ হয় সেই গুন্য। কেউ যদি কাউকে বিশ্রী ভাষায় কিছু লেখে আর তার উত্তরে যদি সেও তার বাবা-মা তুলে কথা বলেন তাহলে দুজনার মধ্যে পার্থক্য কোথায় রইলো? তাহলে কেনো ছোটবেলায় এতো কষ্ট করে পড়া "কুকুরের পায়ে কামড় দেয়া কি মানুষের শোভা পায়?" শুধুই কি পরীক্ষা পাশের জন্য? যাদের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, যারা অনেক জানেন তাদের কাছে বিনীত অনুরোধ যাদের এখনও বয়স পঞ্চাশ হতে অনেক দেরী, যারা এখানে লিখতে নয় শিখতে আসি তাদের তরফ থেকে মুরব্বী বিজ্ঞ পন্ডিতজনদের কাছে অনুরোধ রইলো একাডেমিক আলোচনা যেনো একাডেমিতেই সীমাবদ্ধ থাকে তা যেনো বাবা-মা কিংবা পরিবার পর্যন্ত না গড়ায়। অনেকের মধ্যেই এই প্রবনতা লক্ষ্য করা, কেনো সেটা তাদের যুক্তির দুর্বল উপস্থাপনার কারণেই কি? তাহলে আমরা যারা নতুন, পড়াশোনা কমজানি তারা কি ধরে নেবো এখানে কোন একাডেমিক আলোচনা করতে এলে বাবা-মাকে অপমান করার রিস্ক নিতে হবে? জামিলুল বাসার সাহেব প্রায় প্রত্যেকের কাছে এই এক ব্যাপার নিয়েই প্রমান চান, কিন্তু কেনো তার এতো সন্দেহ অন্যের বাবা-মাকে নিয়ে? এটাতো আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগ না। কারো মনে সে ধরনের প্রশ্ন থাকলে সে ডি-এন-এ টেস্টের সাহায্যে নিতেই পারে। আর বাবা-মায়ের বিয়ে, ঘর- সংসার সব রাষ্ট্রীয়ভাবে, সামাজিক এবং পারিবারিক ভাবে স্বীকৃত প্রমানিত সত্য এগুলোতো ঐশী বানী বলে কেউ আমাদের মাথায় ধোকানোর চেষ্টা করছেন না। এগুলোতো প্রমান ছাড়া বিশ্বাসের বস্তু নয়। বিয়ে, ঘর- সংসার প্রমানিত সত্য, রোজদিনের সত্য, বিশ্বাস বা অন্ধবিশ্বাস কোনটাই নয়। বিয়ের কাবিন আছে, দাদা-দাদী, নানা-নানী, চাচা-কাকা-মামা-খালা সবই আছে, জীবাইলের মতো তাদের অস্তিত্ব সন্দেহজনক নয়, যে একজন ছাড়া কেউ দেখিনি, শুধু একজনের মুখের কথাই ভরসা। আর আজকালতো ছবি, ভিডিও সবই থাকে প্রমানস্বরূপ। বাবার চশমা চোখে লাগালেই মাকে অসতী দেখা যাবে, মা মানেই অসতী এ ধরনের কুরুচিপূর্ণ অশালীন মন্তব্য বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, মুরব্বী কারো কাছ থেকে আসা খুবই লজ্জা এবং হতাশাজনক। সৎ আর অসৎ এর সংজ্ঞাও প্রত্যেকের কাছে হয়তো এক নয়, সে আলোচনা অবশ্যই ভিন্ন, সেটা থাক।

সবাইকেই যদি এই নোংরা ভাষায় কথা বলতে হয় তাহলে কোরান পড়ে আর লাভ কি হলো? কাফেরদের সাথে কোরান পড়ুয়া বিশ্বাসীদের পার্থক্য কোথায় থাকল? কাফেররাওতো যুক্তিতে না পারলে মহানবীকে গালাগালির পথ নিতো কিন্তু তারাও বোধহয় এতটুকু শালীনতার মর্যাদা রাখতো যে মহানবী পর্যন্তই থাকতো তার বাবা-মা তে যেতো না। আকাশ মালিক সাহেবও তার "উলঙ্গ সাধু" রচনায় বাসার সাহেবকে তার ভাষারীতি একটু সংযত করার অনুরোধ করেছিলেন, বাসার সাহেব প্লীজ একটু অন্যান্যদের লেখাগুলোও পড়ে দেখবেন, তাদের কাতর অনুরোধগুলো নিজে লেখার সময় মনে রাখার চেষ্টা করবেন। সব সময় একটা জিনিস বাস্তবের নিরিখে উপলব্ধি হয়, সবাই না হলেও বেশীর ভাগই যারা আস্তিক বা ধর্মে আস্থা রাখেন তারা যেকোনো কারণেই হোক অন্যদের গালাগালি করতে বেশ সুখ পান। তারা সবসময়ই বেশ উগ্র হোন, এই কারণটার গবেষণা হওয়ার সময় বোধ হয় আজ এসেছে। তাদের মধ্যে পরমতসহিষ্ণু-তার প্রচণ্ড অভাব হওয়ার পেছনে কারণটা কি? আমি আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি আস্তিকরা যেকোন ধরনের অন্যায় করতে পিছপা হন না সেটা যেকোনো ধরনেরই হোক, হয়ত তাদের মনে বিশ্বাস থাকে পরম করুণাময় সবকিছু মাফ করনেওয়ালা, অন্যায় করার পর পরই হয়তো দুরাকাত তওবার নামাজ, কিংবা কিছু অতিরিক্ত পূজা করে সৃষ্টিকর্তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিবেন এই বিশ্বাসই হয়তো এতো উগ্র হতে এবং সব ধরনের অন্যায় করতে উৎসাহী করে। সে ভরসা

নাস্তিকদের থাকে না বলেই হয়তো বেশীৰভাগ নাস্তিকরা বেশী সহনশীল হোন। তবে উলটোটিও দেখা যায়
কিছু সেটা সংখ্যায় খুবই নগন্য।

আশাকরব এরপর থেকে সবাই যার যার যুক্তি, তর্ক, রাগ, ঘৃণা প্রকাশের ক্ষেত্রে একটু ভাষার শালীনতা
ব্যবহার করবেন এবং এই বিনীত অনুরোধের জন্য আমাকে ব্যক্তিগতভাবে অশালীন ভাষা ব্যবহার করে আক্রমণ
মন করবেন না।

তানবীরা তালুকদার

১৯।০৭।০৬